صبح بہاراں

বসন্তের প্রভাত

The blessed Morning

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দা'ওয়াতে
ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী

দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

مکتبۃ المدینہ

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত। (আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

বসন্তের প্রভাত

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

দা'ওয়াতে ইসলামী ঃ

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়,

সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

দুরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার উপর এক শত রহমত নাযিল করবেন। (আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-২, পৃ-২৫২, হাদীস-৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাহে রবিউন্ নূর তথা রবিউল আউয়াল শরীফে কি আসে চতুর্দিকে বসন্তকাল আগমন করে। মক্কী মাদানী মোস্তফা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানা ভাইদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক হোক, প্রতিটি প্রকৃত মুসলিম যেন অন্ত রের মুখ দিয়ে অন্তরের ভাষায় গেয়ে উঠে।

"নিছার তেরী চেহেল পেহেল পর হাজার ঈদে রবিউল আউয়াল,
সিওয়ায়ে ইবলিস কে জাহা মে সবহি তো খুশিয়া মানা রহে হে।"

যখন সমগ্র বিশ্ব কুফরী, শিরক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল ঠিক তখনি ১২ই রবিউন নুর এর রাতে মক্কায়ে মোকাররমায় হযরত সায়্যিদাতুনা মা আমিনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হল যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

আলোকিত করে দিল। ভুলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যকুল ছিল, তাজেদারে মাদীনা, আল্লাহর মাহবুব, প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করলেন।

"মুবারক হো কেহ খাতামুল মুরসালিন তাশরিফ লে আয়ে,
জনাবে রাহমাতুল্লিল আলামিন তাশরিফ লে আয়ে।"

বসন্তের প্রভাত

খাতামুল মুরছালীন, রহমতুল্লিল আলামীন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি অশান্ত আত্মার শান্তির প্রলেপ হয়ে ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের সুবহে ছাদিকের সময় জগতে শুভাগমন করেছেন এবং এসেই নিরাশ্রয়, পেরেশান, দুঃখী, আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, স্থানে স্থানে আঘাত প্রাপ্ত বেচারা গরীবদের অন্ধকার সন্ধ্যাকে বসন্তের সকাল বানিয়ে দিয়েছেন।

"মুসলমানো সুবহে বাহারা মুবারক,
ওহ বরসাতে আনওয়ার সরকার আয়ে।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৭৯)

মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী

১২ই রবিউন্ নূর শরীফে আল্লাহর নূর, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমন করার সাথে সাথে কুফরী ও শিরিকের মেঘ কেটে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

গেল। ইরান সম্রাট "কিসরার" প্রাসাদে ভূকম্পন হল তাতে ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হলো। ইরানের যে অগ্নিকুন্ড শত বছর ধরে জলছিল হঠাৎ করে মুহূর্তে নিভে গেল। নদী শুকিয়ে গেল। কাবা শরীফ উল্লসিত হলো। আর মাথা নিচু করে মূর্তিগুলো উল্টে পড়ে গেল।

"তেরী আমদ থি কেহ বাইতুল্লাহ মুজরি কো ঝোকা,
তেরী হায়বত থি কেহ হার ভুত থর থরা কর গীর গেয়া।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাজদারে রিসালত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে তাশরীফ আনলেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দিনই তো আনন্দ ও উৎসবের দিন হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আপনি বলুন- আল্লাহরই অনুগ্রহ তারই দয়া এবং সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা উত্তম। (পারা-১১, সুরা ইউনুচ-আয়াত-৫৮)

আল্লাহু আকবর! আল্লাহর রহমতের উপর আনন্দ উদযাপনের জন্য কোরআনুল করীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদের আকা হযরত নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বড় আল্লাহর কোন রহমত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

আর কিছু কি আছে? দেখুন কোরআন মজিদ'র অন্য আর এক জায়গায় এ ব্যাপারে পরিস্কার ঘোষণা দিচ্ছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য। (পারা-১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)

শবে কদরের চেয়েও উত্তম রাত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, "নিঃসন্দেহে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাত লাইলাতুল কদরের চেয়েও উত্তম। কেননা বিলাদতের রাত সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগমনের রাত। যেহেতু 'লায়লাতুল কদর' সরকারে মাদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)। আর যে রাত সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর 'জাতে মুকাদ্দাছ' প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত তা ঐ রাতের চেয়েও বেশী উত্তম যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। অর্থাৎ- শবে কদর (মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, পৃ-১০০)

সকল ঈদের সেরা ঈদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১২ই রবিউন নূর মুসলমানদের জন্য সকল ঈদের সেরা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

ঈদ। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে জল-স্থলের মহান সম্রাট হিসেবে যদি না আসতেন তবে কোন ঈদ ঈদই হত না, কোন রাত 'শবে বরাত' হত না। বরং আসমান জমিনের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও শান শওকত তিনি জানে জাহান, আল্লাহর মাহবুব, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম শরীফের ধূলোর ছদকা।

"ওহ জু না থেহ তো কুছ ন থাহ ওহ জু না হো তো কুছ না হো।
জান হো ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে।"

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃ-১২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আবু লাহাব ও মিলাদুন্নবী

আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর একদিন তার পরিবারের কিছু লোক তাকে স্বপ্নে খুবই খারাপ অবস্থায় দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি অবস্থায় সময় কাটাচ্ছ? সে বলল, "তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে আসার পর আমার ভাগ্যে ভাল কিছু নসীব হয়নি। হ্যাঁ, তবে আমার এই (শাহাদাত) আঙ্গুল হতে পানি পাওয়া যায়। কেননা, (এর দ্বারা ইশারা করে) আমি আমার দাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম।" (মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, খন্ড-৯, পৃ-৯, হাদীস-১৬৬৬১, উমদাতুল কারী, খন্ড-১৪, পৃ-৪৪, হাদীস-৫১০১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, এ ইশারার উদ্দেশ্য এটা যে, আমাকে সামান্য পানি দেওয়া হচ্ছে। (উমদাতুল কারী)

মুসলমান ও মিলাদুন্নবী

অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "এই ঘটনার মধ্যে মিলাদ শরীফ উদযাপনের পক্ষে মিলাদ শরীফ উদযাপনকারীদের জন্য বড় দলিল রয়েছে, যারা তাজদারে মাদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাতে খুশি উদযাপন করে এবং টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ খরচ করে। (অর্থাৎ আবু লাহাব যে কাফির ছিল, সে যখন মাদীনার তাজেদার, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের সংবাদে খুশি হওয়াতে এবং তার দাসী (সুয়াইবা) কে দুধ পান করানোর কারণে মুক্তি দিয়েছিল আর এর প্রতিদান হিসাবে তার শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে পানি প্রবাহিত করে তৃষ্ণা মিঠানোর সুযোগ দেয়া হয়েছে। তবে ঐ মুসলমানের কি অবস্থা হবে, যার হৃদয় নবী প্রেমে ভরপুর এবং উৎফুল্লচিত্তে মিলাদ শরীফে সম্পদ খরচ করছে। কিন্তু এটা আবশ্যক যে, মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিল, গান বাজনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের যাবতীয় প্রবণতা থেকে পবিত্র হতে হবে।)

(মাদারিজুন্নবুওয়াত, খন্ড-২, পৃ-১৯)

ঈদে মিলাদুন্নবী ধুম ধামের সাথে উদযাপন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধুম ধামের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

করুন। যেহেতু আবু লাহাবের মত কাফিরেরও বেলাদতে মোস্তফার শুভাগমনের আনন্দ উদযাপন করার কারণে উপকার হয়েছে, তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরাতো মুসলমান। আবু লাহাবতো আল্লাহর রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশি উদযাপনের নিয়্যতে নয় বরং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র জন্ম নেওয়ার কারণে আনন্দিত হয়েছিল। এরপরও সে তার প্রতিদান পেয়েছিল। তাহলে আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আকা ও মওলা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমণের আনন্দ উদযাপন করি তাহলে কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারি?

“ঘর আমেনা কে সয়্যদে আবরার আগেয়া,
খুশিয়া মানাও গমজাদো গমখার আগেয়া।”

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিলাদ উদযাপনকারীদের উপর প্রিয় নবী ﷺ সন্তুষ্ট হন

কোন একজন সম্মানিত আলিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তাজদারে মাদীনা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নযোগে দেখলাম। আমি আরয করলাম, “হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমানগণ যে প্রতি বছর আপনার শুভাগমনের আনন্দ উদযাপন করে এটা আপনার পছন্দ কিনা? হুজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইরশাদ করলেন, "যে আমার প্রতি খুশি হয় আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।" (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ-৬০০) (জেনে রাখুন! রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যার উপর সন্তুষ্ট হন আল্লাহ ও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।)

বিলাদতের আনন্দে পতাকা উত্তোলন করা

সায়্যিদাতুনা মা আমিনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেছেন, "একদা আমি দেখলাম যে তিনটি পতাকা উত্তোলণ করা হয়েছে, তার একটা পূর্বে, একটা পশ্চিমে এবং একটা কাবা শরীফের ছাদের উপর, আর ইত্যবসরে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত হয়ে গেল। (খছায়িছে কোবরা, খন্ড-১, পৃ-৮২)

"রুহুল আমী নে গাড়া কাবে কি ছাদ পে ঝান্ডা
তা আরশ উড়া পেরা সুবহে শবে বিলাদত।"

(যওকে নাত, পৃ-৬৭)

পতাকা সহকারে জুলুছ উদযাপন

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনার দিকে হিযরত করছিলেন এবং মদীনা শরীফের কাছাকাছি "মাওজায়ে গামীম" নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন 'বরিদায়ে আসলমী' বণী ছহম গোত্রের সত্তর জন সওয়ারী নিয়ে সরকারে মাদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গ্রেফতার করার জন্য হুঙ্কার ছেড়ে দৌঁড়ে আসল আল্লাহর পানাহ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

কিন্তু সরকারে আলী ওয়াকার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভদৃষ্টির ফয়েয ও বরকতের প্রভাবে তিনি নিজেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহব্বতের জেলখানায় বন্দী হয়ে সম্পূর্ণ কাফেলা সহ ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!, মদীনায়ে মুনাওয়ারায় আপনার প্রবেশ পতাকা সহকারে হওয়া উচিৎ । এই বলে তিনি নিজের আমামা (পাগড়ী) খুলে নিয়ে বল্লমের মাথায় বাঁধলেন এবং সরকারে মাদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে আগে বীর বেশে চলতে লাগলেন।

(ওফাউল ওফা, খন্ড-১, পৃ-২৪৩)

"মাহবুবে রব্বে আকবর তাশরিফ লা রহে হে,
আজ আম্বিয়া কে সরওয়ার তাশরিফ লা রহে হে।
কিউ হে ফাজা মুআত্তর! কিউ রওশনী হে ঘর ঘর,
আচ্ছা! হাবিবে দাওয়ার তাশরিফ লা রহে হে।
ঈদো কি ঈদ আয়ী রহমতে খোদা কি লায়ী,
জুদ ও সখা কি পায়কর তাশরিফ লা রহে হে।
হুরো লাগি তরানে নাতো কে গুনগুনানে,
হুর ও মালক কি আফসর তাশরিফ লা রহে হে।
জু শাহে বাহরো বর নবীয়ো কে তাজদার হে,
ওহ আমেনা তেরী ঘর তাশরিফ লা রহে হে।
আত্তার আব হুশী ছে ফুলে নেহী সামাতে,
দুনিয়া মে উনকে দিলবর তাশরিফ লা রহে হে।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৪৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

হুজুর ﷺ এর শুভাগমনে জশনে জুলুস উদযাপনকারী বংশ

মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّ تَعْظِيْمًا ইবরাহীম নামে একজন ব্যক্তি মাদানী আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক ছিলেন। তিনি সর্বদা হালাল রুজি আয় করতেন এবং ঐ হালাল আয়ের অর্ধেক টাকা মিলাদে মোস্তফার জশনে জুলুছ উদযাপনের জন্য পৃথক করে জমা করতেন। রবিউন্ নূর (রবিউল আউয়াল) এর আগমনের সাথে সাথে শরীআতের সীমার ভিতর থেকে জাক জমকের সাথে জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করতেন। আল্লাহ মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীবদের জন্য লঙ্গর খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ভাল কাজের মধ্যে নিজের টাকা পয়সা ব্যয় করতেন। তার সম্মানিতা বিবি সাহেবানও আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানী ছিলেন। স্বামীর সমস্ত কাজে সার্বিক সহযোগিতা করতেন। স্ত্রী ইন্তিকাল করার পরও তার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটলনা। একদা ইবরাহীম তার যুবক সন্তানকে ডেকে উপদেশ দিলেন, "হে প্রিয় সন্তান! আজ রাতে আমার মৃত্যু হবে। আমার সারা জীবনের পুঁজি বলতে ৫০টি দিরহাম ও উনিশ গজ কাপড় রয়েছে। কাপড় গুলি কাফনের কাজে ব্যবহার করবে আর বাকী রইল দিরহাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

তা যদি সম্ভব হয় ভাল কাজে ব্যয় করিও। এরপর কালিমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করেন এবং এ অবস্থায় তাঁর আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে গেল। ছেলে অসিয়তমত বাবাকে সমাধিস্ত করলেন। এখন ৫০ টি দিরহাম কোন ভালকাজে ব্যয় করবে তা তাঁর বুঝে আসছে না। এই চিন্তা নিয়ে যখন রাত্রে ঘুমালেন তখন স্বপ্নে দেখলেন যে, কিয়ামত সংঘঠিত হয়ে গেছে এবং চারিদিকে সবাই নফসী নফসী শব্দে চিৎকার করছে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের দিকে রওয়ানা দিচ্ছে। যখন দেখলেন পাপীদের টেনে হিচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন এই ব্যক্তি এ ভেবে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল যে, তার ব্যাপারে কি ফয়সালা হচ্ছে? ইতোমধ্যে অদৃশ্য থেকে আহ্বান আসলো।, "এই যুবককে জান্নাতে যেতে দাও।" অতঃপর তিনি খুশি মনে জান্নাতে প্রবেশ করলেন এবং আনন্দচিত্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। সাত বেহেস্ত ভ্রমণ করার পর যখন অষ্টম বেহেস্তে যেতে চাইলেন তখন জান্নাতের দারোগা হযরত রিদওয়ান বললেন, "এই জান্নাতে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারবে যারা মাহে রবিউন নূরে (রবিউল আউয়ালে) বেলাদতে মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিনে আনন্দ উদযাপন করেছে।" এই কথা শুনে ঐ যুবক বুঝতে পারলেন আমার সম্মানিত মরহুম পিতা মাতা এই জান্নাতেই হবে। এমতাবস্থায় আওয়াজ আসলো, "এই যুবককে ভিতরে আসতে দাও। তাঁর পিতামাতা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান।" তখন তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

লাভ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মাতা মরহুমা হাওজে কাউছারের নিকট বসা আছেন। পাশে একটি সিংহাসন রয়েছে যার উপর একজন বুজুর্গ মহিলা বসা রয়েছেন। তাঁর চারিদিকে চেয়ার বিছানো রয়েছে যার উপর কিছু সম্মানিতা মহিলাগণ বসা রয়েছেন। ঐ যুবক এক ফিরিস্তাকে প্রশ্ন করলেন। এই মহিলারা কারা? তিনি (ফিরিস্তা) বললেন, "সিংহাসনের উপর রয়েছেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী সায়্যিদাতুনা হযরত ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এবং চেয়ারগুলোতে রয়েছেন হযরত খদিজাতুল কোবরা, আয়িশা ছিদ্দিকা, সায়্যিদাতুনা মরিয়ম, আছিয়া, হযরত সারা, হাজেরা, রাবেয়া, হযরত জুবায়দা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ । তিনি এ দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলেন। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলেন এক বিশাল সিংহাসন বসানো হয়েছে এবং তার উপর আল্লাহর মাহবুব, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদের চেয়েও উজ্জল নূরানী আপন চেহারা মোবারক নিয়ে বসা আছেন। চারপাশে চারটি চেয়ার বসানো আছে যে গুলোর উপর খোলাফায়ে রাশেদীন তাশরীফ ফরমায়ে রয়েছেন। ডানদিকে স্বর্ণের চেয়ারে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বসা রয়েছেন। বাম দিকে শোহদায়ে কেরাম বসা রয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর মরহুম পিতা ইবরাহীমকেও সরকারে মদীনা নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসা সমাবেশে দেখতে পেলেন। তাঁর পিতা তাঁকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তাঁর আব্বাকে পেয়ে অনেক খুশি হলেন এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রশ্ন করলেন হে আব্বাজান! আপনার এই বিশাল সম্মান কিভাবে অর্জন হলো? উত্তর দিলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটা হলো জশনে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের প্রতিদান। এরপর ঐ যুবকের চোখ খুলে গেল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ঐ যুবক তাঁর ঘরে রেশমী গালিচা বিছিয়ে দিলেন এবং পিতা মরহুমের অবশিষ্ট ৫০ দিরহামের সাথে নিজের সমস্ত টাকা একত্রিত করে খাবারের আয়োজন করলেন এবং আলিম-ওলামা ও নেককার বান্দাদের দা'ওয়াত দিলেন। তাঁর অন্তর দুনিয়ার মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিরক্ত হয়ে গেল। সারাক্ষণ মসজিদে পড়ে থাকতে লাগলেন এবং তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ৩০ বছর ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিলেন। ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার এখন কি অবস্থা?" উত্তরে বললেন, "জশনে মিলাদুন্নবী উদযাপনের বরকতে আমাকে জান্নাতে আমার মরহুম আব্বাজানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

(সংক্ষেপ-তাযকিরাতুল ওয়ায়েজীন, উর্দূ পৃ-২৫৫৮)

আল্লাহ তাঁদের দয়া করুন এবং তাঁদের উছিলায় আমাদেরও মাগফিরাত দান করুন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"বখশ দেয় মুজকো ইলাহী বেহরে মিলাদুন্নবী,
নামায়ে আমাল ইছয়া ছে মেরা ভরপুর হে।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৭৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

জশনে মিলাদুন্নবী উদযাপনের সওয়াব

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, "সরকারে মদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দয়া আর মেহেরবানীতে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" দান করবেন। মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদে মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করে আসছেন। বিলাদতে মোস্তফায় আনন্দিত হয়ে মানুষকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন। খাবারের আয়োজন করছেন, বেশি পরিমাণে দান খয়রাত করে আসছেন, আনন্দ প্রকাশ করছেন। তাছাড়া হুজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেলাদতে বা সাআদাতের আলোচনার ব্যবস্থাপনা করেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী সজ্জিত করে থাকেন আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়।

(মা-ছাবাতা বিস্সুন্নাহ্, পৃ-১০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইহুদীর ঈমান নছিব হল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহিদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন, "মিশরে এক আশিকে রসূল থাকতেন, যিনি রবিউন্ নূর শরীফে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে মিলাদুন্নবী উদযাপন করতেন। একবার রবিউন্ নূর মাসে তার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

প্রতিবেশী ইহুদী মহিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের মুসলিম প্রতিবেশী বিশেষ করে এই মাসে প্রতিবছর কিছু নির্দিষ্ট দা'ওয়াতের আয়োজন কেন করে থাকেন? ইহুদী উত্তরে বললেন, "এই মাসে তাদের নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন, এজন্য তাঁরা 'জশনে বিলাদত' উদযাপন করে থাকেন। আর মুসলমানগণ এই মাসকে খুবই সম্মান করেন। এই কথা শুনে ইহুদী মহিলা বলল, "আহ্! মুসলমানদের এই রীতি কতই না প্রিয় ও সুন্দর। এই মানুষগুলো তাদের রসূলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে প্রতি বছর জশনে বিলাদত উদযাপন করে থাকেন।" ঐ মহিলা রাত্রে যখন ঘুমালেন তখন তার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল। তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, খুবই সুন্দর একজন বুজুর্গ তাশরীফ এনেছেন। তাঁর ডানে ও বামে চারিদিকে মানুষের ভীড়। ঐ মহিলা সামনে অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বুজুর্গ ব্যক্তিটি কে?" তিনি বললেন, "ইনি হচ্ছেন শেষ নবী, মুহাম্মদুর রসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তিনি তোমাদের মুসলিম প্রতিবেশী কর্তৃক জশনে বিলাদতে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের কারণে তাকে খায়র বরকত দান করতে, তার সাথে সাক্ষাত দিতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য তাশরীফ এনেছেন।" ইহুদী মহিলা পুনরায় বলল, "আপনাদের নবী কি আমার কথার উত্তর দিবেন?" ঐ ব্যক্তি বললেন, "জ্বী হ্যাঁ!" এরপর ঐ মহিলা সরকারে মাদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহ্বান

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

করলেন, নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তরে "লাব্বায়েক" বললেন। এতে ঐ মহিলা খুবই প্রভাবিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমিতো মুসলিম নই তবু আপনি আমার আহ্বানে কেন উত্তর দিলেন?" সরকারে মদীনা, صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তুমি মুসলিম হতে যাচ্ছো। এতেই ঐ মহিলা অতর্কিতভাবে বলে উঠলেন, "নিঃসন্দেহে আপনি সম্মানিত নবী ও উত্তম আদর্শের অধিকারী। যে আপনার অবাধ্য হয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে। যে আপনার সম্মান বুঝে না, সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্থ।" এই বলে সে কলেমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে গেল।

এরপর তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি আন্তরিকভাবে সত্যিকারের একজন মুসলমান হয়ে গেলেন। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, "সকালে উঠে আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদতের আনন্দ উদযাপনে কোরবানী করে দিব এবং খাবারের আয়োজন করব।" যখন সকালে উঠলেন দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ইহা কি জন্য করছেন?" তিনি (স্বামী) বললেন, "এই জন্য খাবারের আয়োজন করছি যে, তুমি মুসলিম হয়ে গেছ।" বিবি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কিভাবে জানেন?" তিনি (স্বামী) বললেন, "আমিও রাত্রে হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

হাত রেখে ঈমান এনেছি।" (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ-৫৯৮, কুয়েটা) আল্লাহ্ তাঁদেরকে দয়া করুন এবং তাঁদের সদকায় আমাদেরকেও ক্ষমা করুন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"আমদে সরকার ছে জুলমাত হুয়ী কাফুর হে,
কিয়া জমি কিয়া আসমা হার সাম্ত ছায়া নূর কা।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৭৬)

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে বিলাদতে মোস্তফা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কোরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামী"র জশনে বিলাদতে মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উদযাপনে নিজেদের একটি নিজস্ব পন্থা রয়েছে। পৃথিবীর অগণিত দেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল মিলাদুন্নবী এর মাহফিল বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। তার বরকতের কথা কি বলব! এখানে অংশগ্রহণকারীরা জানি না তারা কতই না সৌভাগ্যবানদের দলে মাদানী ইনকিলাব এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। এতদ্প্রসঙ্গে চারটি (৪) মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

(১) পাপের চিকিৎসা মিলে গেল

একজন নবী প্রেমিকের কিছুটা এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, "মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে বাবুল মদীনা করাচী 'কাকরী গ্রাউন্ডে' অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে মিলাদ (১৪২৬ হিঃ) এ আমার পরিচিত একজন প্রসিদ্ধ বেনামাযী মডার্ণ যুবক উপস্থিত হল। বসন্তের সকালের (১২ই রবিউল আউয়াল) আগমনের সময় দুরূদ সালামের আওয়াজ এবং মারহাবা ইয়া মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুললিত চিৎকারে তার অন্তরের রাজ্যে পরিবর্তন এসে গেল। সৎকাজের প্রতি মুহাব্বত এবং অসৎ কাজে ঘৃণা চলে আসল। তিনি ঠিকমত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী ও দাড়ি রাখার নিয়্যত করলেন। আর বাস্তবিকই শেষ পর্যন্ত সে নামাযী ও দাড়িওয়ালা হয়ে গেল। এছাড়াও তার ভিতর এমন এক মন্দ স্বভাব ছিল যা এখানে আলোচনা করা আমি ভাল মনে করছি না। মিলাদ মাহফিলের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার ঐ মন্দ অভ্যাসও দূর হয়ে গেল। অন্যভাবে যদি বলতে চান তাহলে এভাবে বলতে হয়, মিলাদ মাহফিলের উপস্থিতির বদৌলতে পাপীদের গুণাহের চিকিৎসা মিলে যায়।

"মাংলো মাংলো উনকা গম মাংলো,
চশমে রহমত নিগাহে করম মাংলো।
মাসিয়ত কি দাওয়া লা জারম মাংলো,
মাংনে কা মজা আজ কি রাত হে।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(২) অন্তরের ময়লা ধূয়ে দিন

উত্তর করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বয়ানকে আপনাদের নিকট পেশ করছি। তার প্রদত্ত বয়ান নিম্নরূপ! "মাহে রবিউন্ নূর শরীফের প্রথম দিকে কিছু আশিকানে রসূল আমি পাপী বেআমলকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে 'কাকরী গ্রাউন্ড' বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মিলাদ মাহফিলে শরীক হওয়ার জন্য দা'ওয়াত দেন। আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাতে অংশগ্রহণ করার ওয়াদা করলাম। যখন ১২ই রবিউল আউয়ালের রাত আসল তখন আমি ওয়াদা মোতাবেক মিলাদ মাহফিলে যাওয়ার জন্য মাদানী কাফেলার সাথে বাসে আরোহণ করলাম। এক আশিকে রসূল ঐ বাসের মধ্যে চম্ চ্ নামী মিষ্ঠান্ন থেকে প্রায় ৩০ জন ইসলামী ভাইদের মধ্যে ছিড়ে ছিড়ে টুকরা করে ভাগ করে দিল। বন্টনকারীর আগ্রহ দেখে আমার অন্তরে রেখাপাত করল। শেষ পর্যন্ত আমি মিলাদ মাহফিলে পৌঁছে গেলাম। আমি জীবনে এই প্রথমবার এমন একটি আন্তরিক দৃশ্য দেখলাম। না'ত, সালাম ও মারহাবা ইয়া মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহুমুহু আওয়াজ আমার অন্তরের সমস্ত ময়লা ধুয়ে পরিস্কার করে দিতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে যাবতীয় কাজকর্মে জড়িত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন মুখে দাড়ির জ্যোতি ছড়াচ্ছে এবং মাথায় সবুজ আমামার (পাগড়ী) বাহার শোভা পাচ্ছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

তাছাড়া "আলাকায়ে মুশাওয়ারাতের" নিগরান হয়ে এখন সুন্নাতের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

"আতায়ে হাবিবে খোদা মাদানী মাহল,
হে ফয়যানে গউস ও রযা মাদানী মাহল।
ইহা সুন্নাতি শিখনে কো মিলেগি,
দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহল।
ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দর,
জিছে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মাহল।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৬০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) নূরের বর্ষণ

১৪১৭ হিজরীর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিন দুপুরের সময় প্রতি বছরের মত যোহর নামাযের পর দা'ওয়াতে ইসলামীর "হালকা" নাজেমাবাদ, বাবুল মদীনা করাচীর মাদানী জুলুস "সরকার কী আমদ মারহাবা" এর ধ্বনি তুলে তুলে এবং "মারহাবা ইয়া মোস্তফা" এর শ্লোগান দিতে দিতে রাস্তা অতিক্রম করছিল। স্থানে স্থানে জুলুস থামিয়ে উপস্থিত শুরাকাদের বসিয়ে বসিয়ে নেকীর দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছিল। ইত্যবসরে একটি জায়গায় ১০ বছরের একজন মাদানী মুন্না (বাচ্চা) উঠে নেকীর দা'ওয়াত পেশ করতে লাগলেন। তখন জুলুসের মধ্যে নিরবতা বিরাজ করছিল। বয়ান শেষে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু জিজ্ঞাসা করতে করতে হালকা নিগরানের নিকট পৌঁছলেন। বয়ান চলাকালীন সময়ে তার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে যথেষ্ট ভাবাবেগ ঘটেছে। সে বলতে লাগল, "আমি আমার খোলা চোখে দেখলাম, বয়ানের সময় আপনার এই ছোট বাচ্চা ও মুবাল্লিগসহ জুলুসের সকল অংশগ্রহণকারীদের উপর নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল। ক্ষমা করবেন, আমি একজন অমুসলিম। আমাকে তাড়াতাড়ি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন।"

এ ঘটনায় "মারহাবা" ধ্বনিতে সমগ্র ময়দান আন্দোলিত ও মুখরিত হয়ে উঠল। ঈদে মিলাদুন্নবীর মাদানী জুলুসের মহত্ব এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর এ বরকতময় বাহার দেখে শয়তান তার কালো মুখ নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি এই বলতে বলতে চলে গেল যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ "আমি আমার বংশে গিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করব।" এমনকি তিনি বাস্তবেও সে কাজে মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর দ্বারা ইসলামের দা'ওয়াতে তাঁর স্ত্রী এবং তিন সন্তান ও তাঁর বাবা সহ সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

"ঈদে মিলাদুন্নবী হে দিল বড়া মাসরুর হে,
ঈদে দিওয়ানো কি তো বারাহ রবিউন নূর হে।"
হার মালাক হে শাদে মা খোশ আজ এক হুর হে,
হা মগর শয়তান মাআ রুপাকা বড়া রনজুর হে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

(৪) আজও জলওয়া ব্যাপক

এক আশিকে রসূল এর বয়ান কিছুটা এরকম, "কাকড়ি গ্রাউন্ড বাবুল মদীনা করাচিতে দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ঈদে মিলাদুন্নবীর মহান রাতে অনুষ্ঠিত প্রায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিলাদের ইজতিমায় আমরা কিছু ইসলামী ভাই উপস্থিত হলাম। আলোচনা চলাকালে এক ইসলামী ভাই বলতে লাগল যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর মিলাদের ইজতিমায় আগে অনেক হৃদয়োত্তাপ ও ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো, এখন তার মত আর কিছুই নেই। এটা শুনে অপরজন বলল, "বন্ধু আমার মনে হয় আপনার এখানে কিছু ভুল হচ্ছে। মিলাদের ইজতিমার ধরন তো একই আছে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের অন্তরের অবস্থা আগের মত নেই। আল্লাহর রসূলের যিকির কিভাবে পরিবর্তন হবে? আসলে আমাদের মন মানসিকতারই পরিবর্তন হয়েছে।

আজো যদি আমরা সমালোচনাতে ঘুরাফেরা না করে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তাজদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোরম ধ্যানে ডুবে গিয়ে নাত শরীফ শ্রবণ করি তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আশা করি করুনার উপরই করুনা হবে।" প্রথম ইসলামী ভাইয়ের দৃঢ় শয়তানী প্রতারণা পূর্ণ যিম্মাদার নয় এমন লোকের মত। তার ভাবনাটি যদিও হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়ে ইজতিমাঈ মিলাদ থেকে বঞ্চিত করে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার মত ছিল কিন্তু অপর ইসলামী ভাইয়ের অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ উত্তরকে শতকোটি মারহাবা!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

কেননা সেটি প্রথম ইসলামী ভাইয়ের নফসে লাওওয়ামাকে জাগ্রতকারী শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার মত ছিল। সুতরাং তাঁর এ সঠিক ও হৃদয়গ্রাহী উত্তরটি প্রভাবের তীর হয়ে আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। আমি সাহস করে পা বাড়ালাম এবং মিলাদুন্নবীর ইজতিমার মধ্যস্থলে পৌঁছে গেলাম এবং আশেকানে রসূলদের সাথে চুপচাপ বসে গেলাম। আর না'তের ছন্দময় মাধুর্যে বিভোর হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় 'সুবহে সাদিক' এর সময় নিকটবর্তী হল। সব ইসলামী ভাইয়েরা! "বসন্তের সকালের" সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইজতিমার মধ্যে প্রেমের এক বহিঃপ্রকাশ উদ্ভাসিত ছিল। চারিদিকে 'মারহাবা' এর সাড়া পড়ে গেল। শাহে খাইরুল আনাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দুরূদ সালামের তোহফা পেশ করা হচ্ছিল, আশিকানে রসূলের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু বইতে লাগল। সবদিক থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

আমার মাঝেও আশ্চর্য ধরনের ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। আমার গুনাহে পরিপূর্ণ দুই চোখে দেখলাম চারিদিক থেকে রহমতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। মনে হল যেন পুরো ইজতিমাটাই রহমতের বৃষ্টি বর্ষণে স্নাত হচ্ছিল। আমি আমার দেহের চামড়ার চক্ষু বন্ধ করে প্রিয় প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যময় ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে দুরূদ ও সালাম পড়তে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ আমার অন্ত রের চোখ খুলে গেল এবং সত্যই বলছি, যার জশনে বিলাদত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

উদযাপন করা হচ্ছিল, ঐ মহান প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি গুনাহগারের উপর অশেষ দয়া করলেন এবং তাঁর দূর্লভ সাক্ষাৎ দানে ধন্য করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বারা আমার কলিজা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। বাস্তবেই ঐ ইসলামী ভাই সত্যই বলেছিলেন যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর মিলাদুন্নবীর ইজতিমাতো পূর্বের মতই হৃদয়োত্তাপ ও ভাবাবেগে ভরপুরই আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থারই পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি আমরা একনিষ্টভাবে মনোনিবেশ করি তাহলে আজো যে তাঁর জলওয়া সর্বব্যাপী তা অনুভব করতে পারব।

"আখ ওয়ালা তেরে যৌবন কা তামাশা দেখে,
দিদায়ে গোর কো কিয়া আয়ে নজর কিয়া দেখে।
কুয়ি আয়া পাকে চলা গেয়া, কুয়ী ওমর ভর বি ন পা সকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সেলে ইয়ে বড়ী নসীব কি বাত হে।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল

(১) জশনে বিলাদতের আনন্দে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহন সমূহ্ সহ নিজ এলাকার সব জায়গায় সবুজ পতাকা উড়াবেন, খুব বেশী আলো প্রজ্জলিত করবেন, নিজ ঘরে কমপক্ষে ১২টি বাল্ব অবশ্যই জ্বালাবেন। ১২ তারিখ রাতে ধূমধামের সাথে জিকির ও না'ত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

মাহফিলের আয়োজন করুন। সুবহে সাদিকের সময় সবুজ পতাকা উত্তোলন করুন। দুরূদ সালাম পড়তে পড়তে অশ্রুসিক্ত নয়নে "বসন্তের সকাল"কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করুন। ১২ই রবিউন্ নূর শরীফের দিন রোজা রাখুন। যেহেতু আমাদের প্রিয় আকা মক্কী মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবার রোজা রাখার মাধ্যমে নিজ বিলাদত দিবস পালন করতেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ্ এর কাছে সোমবার দিন রোজা রাখার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হল। (কেননা তিনি প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন) উত্তরে রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, "এই দিন (সোমবার) আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিন আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছে। (ছহিহ্ মুসলিম, পৃ-৫৯১, হাদিস নং-১৯৮,(১১৬২) দারু ইবনে হেজম, বৈরুত)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ঈমাম কাসতুলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, "হুজুরের বিলাদতের দিন সমূহে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করার বৈশিষ্ঠ্যাবলীর মধ্যে এটি একটি পরীক্ষিত বিষয় যে মিলাদ উদযাপনকারীগণ ঐ বৎসর নিরাপদ থাকে এবং প্রতিটি আশা পূরণের তাড়াতাড়ি সুসংবাদ আসে। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন যিনি মিলাদুন্নবীর রাত সমূহকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছেন।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খন্ড-১, পৃ-১৪৮, মরকযে আহলে সুন্নত, বরকতে রযা, আল হিন্দ)

(২) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নকশা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও (কাপড়ের স্ত্রী) পুতুল কর্তৃক তাওয়াফ দেখানো হয়ে থাকে। ইহা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

গুনাহ্। জাহেলী যুগে কাবাতুল্লাহ্ শরীফে ৩৬০টি মূর্তি রাখা হয়েছিল। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের পর কাবা শরীফকে মূর্তি থেকে পবিত্র করেছিলেন। এজন্য কাবা শরীফের নকশাতে ও মূর্তি (পুতুল) না হওয়া চাই। তার স্থলে প্লাষ্ঠিকের ফুল রাখা যেতে পারে। (কাবা শরীফের দৃশ্যের মধ্যে যেগুলোতে চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না ঐগুলোকে মসজিদ কিংবা ঘরে রাখা জায়েয। তবে হ্যাঁ, যে জীবের ছবি যমীনে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালভাবে দেখলে তার মুখাকৃতি সুস্পষ্ট দেখা যায় তা ঝুলিয়ে রাখা জায়েয নয় বরং গুনাহ্)

(৩) এমন দরজা বা গেইট দেয়া যাবে না যাতে ময়ূর তথা অন্য কোন প্রাণীর ছবি নির্মিত থাকে। প্রাণীদের ছবি রাখার তিরস্কার সংক্রান্ত দুটি হাদিসে মোবারকা খোদাভীতি অর্জনের জন্য এখানে উপস্থাপন করা হল।

* (রহমতের) ফিরিস্তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি থাকে। (ছহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃ-৪০৯, হাদিস নং-৩৩২২)

* যে ব্যক্তি (প্রাণীদের) ছবি তৈরী করবে, আল্লাহ্ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে থাকবেন যতক্ষণ না সে উহার ভিতর (প্রাণ) ফুঁকে দেবে। আর (ইহা সত্য যে) সে উহাতে কখনও প্রাণ দিতে পারবেনা।

(ছহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃ-৫১, হাদীস-২২২৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

(৪) জশনে মিলাদের আনন্দে কিছু কিছু লোক গান বাজনার আয়োজন করে থাকে, এটা করা শরীয়ত মতে গুনাহ্। এ ব্যাপারে দুটি হাদিসের অবতারণা করা হল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

* সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আমাকে ঢোল ও বাঁশী ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (ফিরদাউসুল আখবার, খন্ড-১, পৃ-৪৮৩, হাদিস নং-১৬১২)

* হযরত দাহ্যাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, "গান অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহ্ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে দেয়।"

(তাফসীরাতে আহমদীয়্যাহ্, পৃ-৬০৩)

(৫) না'তে পাকের ক্যাসেট চালাতে পারবেন কিন্তু সেখানেও আযান ও নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকতে হবে এবং এর দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তির ও অন্যান্যদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (মহিলাদের কণ্ঠের না'তের ক্যাসেট চালাবেন না)

(৬) সর্বসাধারণের চলাফেরার রাস্তায় এভাবে সাজ সজ্জা করা বা পতাকা লাগানো যাতে রাস্তায় চলাফেরা করা কিংবা গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এরূপ করা না-যায়িজ।

(৭) আলো, সাজ-সজ্জা দেখার জন্য মহিলাদের পর্দাহীনভাবে বের হওয়া হারাম ও লজ্জাজনক কাজ। তাছাড়া পর্দা সহকারেও মহিলাদের প্রচলিত নিয়মে সাধারণভাবে পুরুষদের সাথে মেলামেশা, এটাও খুব দুঃখজনক। সাজ-সজ্জা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করাও জায়েয নেই। এজন্য এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আলোকসজ্জা করতে হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

(৮) মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুলুছে যতদূর সম্ভব অযু রাখতে হবে। নামায জামাআত সহকারে পড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। শরয়ী কোন মজবুরী বা ওযরে মকবুল (শরীআত যাদের অপারগতা) না থাকলে জুলুসের সময়ও নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা ওয়াজিব। আশিক্বানে রসূলগণ কখনও জামাআত তরককারী হয় না।

(৯) মিলাদুন্নবীর জুলুসকে ঘোড়ারগাড়ী ও উটের গাড়ী থেকে মুক্ত রাখা দরকার। কেননা উহার পায়খানা-প্রস্রাব জুলুসে অংশগ্রহণকারী আশিক্বানে রসূলদের কাপড় চোপড় নষ্ট করে দিতে পারে।

(১০) জুলুসের মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা ও মাদানী ফুলের বিভিন্ন লিপলেট খুব বেশি করে বণ্টন করুন। সাথে সাথে (ফেলে না দিয়ে) ফল-ফ্রুটও মানুষের হাতে হাতে বন্টন করতে থাকুন। তা মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে পায়ের নিচে পিষ্ট হলে ঐগুলোর অসম্মানী হবে। একইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে খাবারের জিনিস নষ্ট করা গুনাহ্।

(১১) আলোকসজ্জা ও না'রা ধ্বনি মিলাদুন্নবীর জুলুসের প্রচার ও প্রসারতা বাড়িয়ে দেয়। (জুলুসের সার্বিক কর্মকান্ড) শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার মধ্যে শুধু নিজেদেরই নয় বরং সকলেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(১২) খোদা না করুন! বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক যদি হালকা-পাতলা ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে যায় তবুও উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

প্রতিউত্তরের চেষ্টা করবেন না। এটা করলে আপনাদের জুলুস ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে এবং দুশমনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

"গুনছে চাটকে ফুল মেহকে হার তরফ আয়ি বাহার,
হোগী সুবহে বাহারা ঈদে মিলাদুন্নবী।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে বেলাদত সম্পর্কে আত্তারের চিঠি

মাদানী আবেদন, প্রতি জায়গায় প্রতি বছর সফরুল মোজাফ্ফর মাসের শেষ সাপ্তাহিক ইজতিমায় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য মাকতুবে আত্তার (আত্তারের চিঠি) পড়ে শুনিয়ে দিন। ইসলামী ভাই ও বোনরা! সাধ্যমতে পুনরায় পাঠ করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে সকল আশেকানে রসূল ইসলামী ভাই ও বোনদের খেদমতে জশনে বিলাদতের আনন্দে উদ্বেলিত সবুজ সবুজ পতাকা ও উজ্জ্বল বাতি ও মনোরম লণ্ঠনগুলোতে চুম্বনরত আন্দোলিত, মধুর চেয়েও মিষ্ঠ মক্কী ও মাদানী সালাম।

"তুম বি করকে উনকা চর্চা আপনে দিল চমকাউ,
উচে মে উচা নবী কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

(১) চাঁদ রাতে এই শব্দগুলো মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন "সকল ইসলামী ভাই বোনদের মোবারকবাদ। রবিউন্ নূর শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।"

"রবিউন নুর উম্মিদো কি দুনিয়া সাথ লে আয়া,
দোআও কি কবুলিয়ত কো হাতোহাত লে আয়া।"

(২) পুরুষরা দাড়ি মুন্ডিয়ে ফেলা কিংবা এক মুষ্টি থেকে কম রাখা উভয়টি হারাম। ইসলামী বোনেরা বেপর্দায় চলাফেরা করা হারাম। ইসলামী ভাইয়েরা জশনে বিলাদতের সম্মানে চাঁদরাত থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত দাড়ি মুন্ডানো এবং ইসলামী বোনেরা বেপর্দা করা যেন ছেড়ে দেন এবং এর বরকতে ইসলামী বোনেরা সর্বদা সম্পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক পর্দা করার এবং সাধ্যমত মাদানী বোরকা পরিধানের নিয়্যত করে নিন। (পুরুষদের দাড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট রাখা এবং মহিলাদের বেপর্দা করা হারাম যদি কেউ এ কাজগুলি করে থাকে তাহলে তার তাড়াতাড়ি তওবা করে এ সমস্ত গুনাহ্ থেকে ফিরে আসা ওয়াজিব।)

"ঝুক গেয়া কাবা সবি ভুত মুহ কে বাল আউন্দে গিরে,
দবদবা আমদ কা থা, আহলান সাহলান মারহাবা।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-২৫৭)

(৩) সুন্নত ও নেকী সমূহের উপর স্থায়িত্ব অর্জন করার মাদানী ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এই, সমস্ত আশিকানে রসূল ইসলামী ভাই ও বোনেরা প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে "মাদানী ইনআমাত রিসালা"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

পূরণ করে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জমা করানোর নিয়্যত করে নিন। হাত উঠিয়ে বলুন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

"বদলীয়া রহমত কি চায়ি বুন্দিয়া রহমত কি আয়ি,
আব মুরাদি দিল কি পায়ী আমদে শাহে আরব হে।"

(কবালায়ে বখশিশ, পৃ-১৮৪)

(৪) সকল আশিকানে রসূল নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউন্ নূর শরীফে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আর ইসলামী বোনেরা ৩০ দিন পর্যন্ত নিজ ঘরে (শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যের নিকট) প্রতিদিন "ফয়যানে সুন্নাতের" দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

"লুটনে রহমাতি কাফেলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতি কাফেলে মে চলো।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৬১১)

(৫) নিজ মসজিদ, ঘর, দোকান, কারখানা ইত্যাদিতে ১২টি বা কমপক্ষে ১টি করে সবুজ পতাকা রবিউন্ নূর শরীফের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ মাস উড়াতে থাকুন। বাস, জীপ, ট্রেন, লঞ্চ, স্ট্রীমার, জাহাজ, মালগাড়ী, ট্রাক, ট্রলী, টেক্সি, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদিতে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পতাকা কিনে বেঁধে দিন। নিজ সাইকেল, স্কুটার এবং কারের সাথেও লাগিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ চারিদিকে সবুজ পতাকার সুদৃশ্য বাহার সকলের দৃষ্টিগোচর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

হবে। সাধারণত: ট্রাকের পেছনে বিভিন্ন প্রাণীর বড় বড় ছবি এবং অযথা কবিতা লেখা থাকে। আমার আবেদন হচ্ছে ট্রাক, বাস মালগাড়ী, রিক্সা, টেক্সি, সুজুকী ও কার ইত্যাদির পেছনে তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দ সমূহ্ স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা যায় যে, "আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি।" বাস ও ট্রান্সপোর্টের মালিকেরা মিলে এ বিষয়গুলোর "মাদানী তরকিব" করুন এবং সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এর আন্তরিক দুআ অর্জন করুন। **বিশেষ সতর্কতাঃ-** যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে উহা যেন টুকরা টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে না যায়। যখন রবিউন্ নূর শরীফ চলে যাবে সাথে সাথে পতাকাগুলি খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন আর বেআদবী হয়ে যায় তবে নক্শা মোবারক ও লিখা ছাড়া খালি সবুজ পতাকা উড়ান। (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ ও যথাসম্ভব নিজ ঘরের মধ্যেও খালি সবুজ পতাকা উডান।)

"নবী কা ঝান্ডা লেকর নিকলো দুনিয়া পর চা জাও,
নবী কা ঝান্ডা আমন কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।"

(৬) নিজ ঘরে ১২টি লরী বাতি বা কমপক্ষে বাল্ব দ্বারা আলোকিত করুন, এমনকি মসজিদ ও মহল্লায় ১২ দিন পর্যন্ত আলোকসজ্জা জারী রাখুন। (কিন্তু এ কাজ গুলোর জন্য বিদ্যুৎ চুরি করা হারাম। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সঞ্চয়কারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ লাভের ব্যবস্থা করুন।) সম্পূর্ণ এলাকাকে সবুজ সবুজ পতাকা ও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

বিভিন্ন রঙের বাতি দ্বারা সজ্জিত করে দুলহানের ন্যায় বানিয়ে ফেলুন। মসজিদ এবং ঘরের ছাদে, চৌরাস্তা ইত্যাদিতে, পথচারী এবং আরোহীদের কষ্ট না হয় মত সর্বসাধারণের অধিকার খর্ব না করে রাস্তার খালি অংশে ১২ মিটার সাইজ বা প্রয়োজন অনুসারে সাইজ করে বড় বড় পতাকা ঝুলিয়ে দিন। রাস্তার মধ্যখানে পতাকা লাগাবেন না। কেননা এতে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ হবে। এমনকি গলির ভিতর কোথাও এ ধরণের সাজ-সজ্জা করবেন না, যা দ্বারা মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় আর তাতে তাদের অধিকার খর্ব হয় ও তারা মনক্ষুন্ন হয়।

“বাইতে আকছা বামে কাবা বর মকানে আমেনা,
নসব পরচম হো গেয়া আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।”

(৭) প্রত্যেক ইসলামী ভাই সাধ্যমত বেশি বেশি করে কিংবা কমপক্ষে ১২ টাকা দিয়ে “মাকতাবাতুল মদীনা” থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা ও বিভিন্ন লিফলেট বন্টন করুন। ইসলামী বোনেরাও নিজ ইসলামী বোনদের মাঝে বিতরণ করুন। এভাবে সারা বছর ইজতিমায় রিসালার স্টলের ব্যবস্থা করে নেকীর দা’ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। আনন্দ কিংবা শোকের অনুষ্ঠানে এবং মৃত ব্যক্তিদের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রিসালার ষ্টল খুলে দিন এবং অপরাপর মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

বাট কর মাদানী রসায়েল দ্বীন কো পেলায়ে,
করকে রাজি হক কো হকদার জিনা বন জায়ে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৮) সগে মদীনার লিফলেট "জশনে বিলাদতের ১২ মাদানী ফুল" সম্ভব হলে ১১২ অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি আর পারলে "বসন্তের প্রভাত" রিসালাটির ১২ কপি "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে বন্টন করে দিন।

বিশেষ করে "তানযিমের" ঐ সকল ভাই পর্যন্ত পৌঁছে দিন যারা জশনে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে। রবিউন্ নূর শরীফে ১২০০ টাকা, যদি সম্ভব না হয় ১১২ টাকা যদি তাও সম্ভব না হয় তবে শুধু ১২ টাকা (প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়েরা) কোন সুন্নী আলেমের নিকট পেশ করবেন। যদি নিজ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিমের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাও ঠিক হবে। বরং এই খিদমত প্রতিমাসে চালু রাখার নিয়্যত করুন। তাহলে মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। জুমার দিন দিলে খুব ভাল। কেননা জুমার দিন প্রতি নেকীর ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে লোকের সংশোধনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের মধ্যেও কোন না কোন এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন যিনি বয়ানের ক্যাসেট শুনে মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবেন। তাই এ ধরণের ক্যাসেট লোকদের কাছে পৌঁছানো দ্বীনের বড় খিদমত এবং অপরিসীম সাওয়াবের কারণ হয়ে যাবে। যার পক্ষে সম্ভব হয় তিনি সপ্তাহে আর না হয় মাসে কমপক্ষে ১২টি বয়ানের ক্যাসেট কিনে নিন। দাতা ইসলামী ভাইয়েরা যদি ফ্রি বন্টন করেন তবে মদীনা মদীনা হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

যাবে। জশনে বিলাদতের খুশি উদযাপনে বয়ানের ক্যাসেট বেশী করে বন্টন করুন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যে অংশ নিন। বিয়ের সময় কার্ডের সাথে রিসালা আর সম্ভব হলে বয়ানের ক্যাসেটও একত্রে দিয়ে দিন। ঈদ কার্ডের রেওয়াজ বন্ধ করে তার স্থানে রিসালা, ক্যাসেট বন্টনের প্রথা চালু করুন, যাতে করে যে টাকা খরচ হবে তা দ্বীনের কাজে আসে। আমাকে লোকেরা অনেক দামী দামী কার্ড পাঠিয়ে থাকেন। এতে আমার দিল খুশি হওয়ার পরিবর্তে জ্বলতে থাকে। আফসোস! উক্ত কার্ড ক্রয়ে খরচকৃত টাকা যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় হত তাহলে কতই না ভাল হত। এমনকি এর উপর লাগানো চমৎকার কারুকার্য দ্বারা অযথা খরচের বাহার দেখে খুবই কষ্ঠ হয়।

"উনকে দরপে পলনে ওয়ালা আপনা আপ জওয়াব,
কুয়ি গরীব নাওয়াজ তো কুয়ী দাতা লাগতা হে।"

(৯) বড় শহরের মধ্যে প্রত্যেক এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর নিগরান (উপ শহরের জিম্মাদারগণ উপশহরে) ১২ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদে আজিমুশশান সুন্নতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করবেন। (যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা ঘরের মধ্যে ইজতিমার আয়োজন করবেন।) রবিউন্ নূর শরীফের মধ্যে সংগঠিত সকল ইজতিমায় যার নিকট থাকে সে যেন সবুজ পতাকা নিয়ে আসে।

"লব পর রসুলে আকরাম হাতো মে পরচম,
দিওয়ানা সরকার কা কিতনা পেয়ারা লাগতা হে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

(১০) ১১ তারিখ সন্ধ্যায় বা ১২ তারিখ রাতে গোসল করে নিন। যদি সম্ভব হয় ঈদসমূহের ঈদের সম্মানার্থে সাদা পোশাক, পাগড়ী, মাথাবন্ধ, টুপি, মাদানী চাদর, মিসওয়াক, পকেট রুমাল, জুতা, তাসবীহ, আতরের শিশি, হাতের ঘড়ি, কলম, কাফেলার প্যাড, ইত্যাদি নিজের ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিস নতুন কিনে নিন। (ইসলামী বোনেরাও নিজ ব্যবহার সামগ্রী সম্ভব হলে নতুন কিনুন।)

“আয়ি নয়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলে গা,
আলম মে রংগ বদলা সুবহে শবে বিলাদত।”

(১১) ১২ তারিখ রাত সম্মিলিতভাবে মিলাদের মাধ্যমে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় নিজ নিজ হাতে সবুজ পতাকা তুলে নিয়ে দুরূদ সালামের স্লোগান তুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের সকালের অভ্যর্থনা জানান। ফযরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে খুশি মনে সাক্ষাত করুন। আর সারাদিন ঈদ মোবারকবাদ পেশ করে ঈদ উদযাপন করুন।

“ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি বি ঈদ হে,
বিল ইয়াকিন হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুন্নবী।”

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৬৫)

(১২) আমার প্রিয় আকা নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোজা রেখে নিজ জন্ম দিন পালন করতেন, আপনিও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ১২ই রবিউন্ নূর শরীফে রোজা রেখে সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

যতটুকু সম্ভব হয় অযু অবস্থায় থাকুন। মুখে দুরূদ সালাম ও না'তে মোস্তফার আওয়াজ তুলুন, না'ত ও দুরূদ সালামের ফুল বর্ষণ করুন। দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে পথ চলুন। লম্প ঝম্প ও অহংকার করে চলে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

"রবিউল আওয়াল তুজ পর আহলে সুন্নাত কিউ ন হো কুরবা,
কে তেরী বারভি তারিখ ওহ্ জানে কমর আয়া।"

(কবালায়ে বখশিশ, পৃ-৩৭)

জশনে বিলাদত উদযাপনের নিয়্যতসমূহ্

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদিস শরীফ হলো, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات অর্থাৎ- "প্রতিটি কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ্ বুখারী খন্ড-১, পৃ-৫)

প্রত্যেক ভালকাজে আখেরাতের সাওয়াবের নিয়্যত করাটা আবশ্যক। জশনে বিলাদত উদযাপনের ক্ষেত্রেও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যত করাটা জরুরী। সাওয়াবের নিয়্যতের জন্য আমলটি শরীআত অনুযায়ী এবং ইখলাস দ্বারা সজ্জিত হওয়া খুবই জরুরী। যদি কেউ লোক দেখানো বা বাহবা পাওয়ার জন্য, এর জন্য বিদ্যুৎ চুরি করে, জোর করে চাঁদা সংগ্রহ করে, শরীআতের গন্ডির বাইরে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় এবং সর্বসাধারণের হক নষ্ট করে এবং এমন সময় উচ্চস্বরে মাইক বাজায় যখন অসুস্থ, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং দুধপানকারী বাচ্চার কষ্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে সাওয়াবের নিয়্যত করা অনর্থক, বরং গুনাহগার হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে সে ক্ষেত্রে সাওয়াব ও তত অধিক পাওয়া যাবে। এজন্য বহু ভাল ভাল নিয়্যতের মধ্য থেকে এখানে মাত্র ১৮টি নিয়্যত পেশ করা হচ্ছে। যার নিকট নিয়্যতের ইলম রয়েছে, তিনি সাওয়াব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এর চেয়েও বেশী নিয়্যতের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারেন। যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত নিয়্যত গুলো করে নিন। "জশনে মিলাদুন্নবী মারহাবা" এর ১৮টি হরূফের সাথে সম্পর্ক রেখে জশনে বিলাদত উদযাপনের ১৮টি নিয়্যত)

(১) কোরআন শরীফের হুকুম وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾ (কান্‌যুল ঈমান থেকে অনুবাদ) অর্থাৎ এবং আপনার প্রতিপালকের নি'মাতের খুব চর্চা করুন। (পারা-৩০, সুরা দোহা, আয়াত নং-১১)

এই আয়াতের উপর আমল করে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামতের চর্চা করব।

(২) মহান প্রভূর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জশনে বিলাদতের খুশি উদযাপনের জন্য আলোক সজ্জা করব।

(৩) জিব্‌রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام বিলাদতের রাতে ৩টি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এর অনুসরনে আমরাও ঝান্ডা উড়াব।

(৪) মদীনার সবুজ গুম্বজের সাথে সাদৃশ্য রেখে সবুজ পতাকা লাগাব।

(৫) অতি ধুমধামের সাথে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করে কাফেরদের উপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রভাব বৃদ্ধি ঘটাব। (ঘরে ঘরে আলোকসজ্জা এবং সবুজ ঝান্ডা দেখে বাস্তবিকই কাফেররা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, মুসলমানদের হৃদয়ে তাদের নবীর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

বেলাদতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে।

(৬) জশনে বিলাদতের চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে শয়তানকে পেরেশান করে দিব।

(৭) বাহ্যিক সাজ-সজ্জার সাথে সাথে তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজের অভ্যন্তরিন জগতকেও সাজিয়ে ফেলব।

(৮) ১২ তারিখ রাতে সম্মিলিতভাবে আয়োজিত মিলাদ শরীফ এবং

(৯) মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিন সকালে বের হওয়া জুলুসে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জিকিরের সৌভাগ্য অর্জন করব।

(১০) আলিমগণ ও (১১) আউলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারত, (১২) আশিকানে রসূলের নৈকট্যের বরকত অর্জন করব।

(১৩) মিলাদুন্নবীর জুলুসে মাথায় পাগড়ির তাজ সাজাব এবং সম্ভব হলে সারাদিন ওযু অবস্থায় থাকব।

(১৫) জুলুস চলাকালীন সময়েও মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়া ত্যাগ করব না।

(১৬) সামর্থ্য অনুযায়ী রিসালার ষ্টলের ব্যবস্থা করব। (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালা ও লিফলেট সমূহ্ এমনকি সুন্নাতে পরিপূর্ণ বয়ানের ক্যাসেট সম্মিলিত মাহফিলে এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর জুলুসে বণ্টন করব।)

(১৭) ইনফিরাদী কৌশিশ করে কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলায় সফর করার দা'ওয়াত দিব।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

(১৮) মিলাদুন্নবীর জুলুসে যতটুকু সম্ভব সারা পথ মুখে ও চোখে 'কুফলে মাদীনা' লাগিয়ে না'ত শুনব এবং দুরূদ ও সালাম অধিক হারে পড়ব।

ইয়া রাব্বে মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে আনন্দ চিত্তে এবং ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে জশনে বিলাদত উদযাপনের তৌফিক দান করুন এবং জশনে বিলাদতের সদকায় আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসেবে প্রবেশের সুযোগ দান করুন।

"বখশ দে হাম কো ইলাহী বেহরে মিলাদুন্নবী,
নামায়ে আমাল ইছয়া ছে মেরা ভরপুর হে।"

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-৪৭৭)

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে বিলাদতে লাগানো দা'ওয়াতে ইসলামীর মকবুল নারা

সরকার কি আমদ মারহাবা, সরদার কি আমদ মারহাবা, সালার কি আমদ মারহাবা, মুখতার কি আমদ মারহাবা, মান্টার কি আমদ মারহাবা, দিলদার কি আমদ মারহাবা, গমখার কি আমদ মারহাবা, তাজেদার কি আমদ মারহাবা, শানদার কি আমদ মারহাবা, শহরইয়ার কি আমদ মারহাবা, শাহে আবরার কি আমদ মারহাবা, হুজুর কি আমদ মারহাবা, পুর নূর কি আমদ মারহাবা, গয়ুর কি আমদ মারহাবা, উছ নূর কি আমদ মারহাবা, রসুল কি আমদ মারহাবা, আচ্ছে কি আমদ মারহাবা, সাচ্ছে কি আমদ মারহাবা, সুহনে কি আমদ মারহাবা, মুহনে কি আমদ মারহাবা, বশির কি আমদ মারহাবা, নজির কি আমদ মারহাবা, মুনির কি আমদ মারহাবা, বছির কি আমদ মারহাবা, শাহির কি আমদ মারহাবা, খবির কি আমদ মারহাবা, জাহির কি আমদ মারহাবা, রউফ কি আমদ মারহাবা, রহিম কি আমদ মারহাবা, করিম কি আমদ মারহাবা, নঈম কি আমদ মারহাবা,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

মুয্যাম্মিল কি আমদ মারহাবা, মুদ্দাচ্চির কি আমদ মারহাবা, পিয়ারে কি আমদ মারহাবা, আলিম কি আমদ মারহাবা, হালিম কি আমদ মারহাবা, হাকিম কি আমদ মারহাবা, আজিম কি আমদ মারহাবা, আকা কি আমদ মারহাবা, দাতা কি আমদ মারহাবা, মাওলা কি আমদ মারহাবা, আওলা কি আমদ মারহাবা, আলা কি আমদ মারহাবা, সরওয়ার কি আমদ মারহাবা, মানবায়ে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা, মকবুল কি আমদ মারহাবা, আমেনা কে ফুল কি আমদ মারহাবা, ইয়াছিন কি আমদ মারহাবা, তোহা কি আমদ মারহাবা, ওয়ালা কি আমদ মারহাবা, বালা কি আমদ মারহাবা, পেশওয়া কি আমদ মারহাবা, দিলবর কি আমদ মারহাবা, রাহবার কি আমদ মারহাবা, আফসর কি আমদ মারহাবা, জানে জানা কি আমদ মারহাবা, সিয়্যাহে লা মাকান কি আমদ মারহাবা, মাহবুবে রহমান কি আমদ মারহাবা, সরওয়ারে দুজাহা কি আমদ মারহাবা, শাহে কওন ও মকা কি আমদ মারহাবা, মাহবুবে রব কি আমদ মারহাবা, সুলতানে আরব কি আমদ মারহাবা, রসূলে আকরাম কি আমদ মারহাবা, নুরে মুজাস্সাম কি আমদ মারহাবা, তাজেওয়ার কি আমদ মারহাবা, পেয়ম্বর কি আমদ মারহাবা, মুনাওয়ার কি আমদ মারহাবা, মুআত্তর কি আমদ মারহাবা, শাহে বাহরো বর কি আমদ মারহাবা, যিশান কি আমদ মারহাবা, গায়ব দা কি আমদ মারহাবা, শাহে বনী আদম কি আমদ মারহাবা, শাহে আরব ও আজম কি আমদ মারহাবা, মাদানী কি আমদ মারহাবা, রসূলে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা, হাবিবে দাওয়ার কি আমদ মারহাবা, সাকিয়ে কাওসার কি আমদ মারহাবা, মক্কী কি আমদ মারহাবা, আরবী কি আমদ মারহাবা, করাশী কি আমদ মারহাবা, হাশেমী কি আমদ মারহাবা, মুত্তালবী কি আমদ মারহাবা, সুলতান কি আমদ মারহাবা, রসূলে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা, হাবিবে দাওয়ার কি আমদ মারহাবা, সাকিয়ে কাওসার কি আমদ মারহাবা, মক্কী কি আমদ মারহাবা, মাদানী কি আমদ মারহাবা, নবী মুহতাশাম কি আমদ মারহাবা, শাফেয়ে উমাম কি আমদ মারহাবা, সায়্যিদ কি আমদ মারহাবা, দাফেয়ে রন্জ ও আলম কি আমদ মারহাবা, জায়্যিদ কি আমদ মারহাবা, তায়্যিব কি আমদ মারহাবা, তাহির কি আমদ মারহাবা, হাজির কি আমদ মারহাবা, আকায়ে আত্তার কি আমদ মারহাবা।

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মাদীনা ঃ-

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net